দৈ[illegible]ক সংবাদ

তা[illegible] 21 MAR 1991

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

১১ জন মন্ত্রী ও ২০ জন প্রতিমন্ত্রী ।। অনুষ্ঠানে অনেকেই অনুপস্থিত

দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শপথ গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নয় বছরের আপোষহীন আন্দোলনের পর ঐতিহাসিক সংসদ নির্বাচনে পাওয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

শেষ দুপুরে বঙ্গভবনের জনাকীর্ণ দরবার হলে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ১১ জন মন্ত্রী ও ২০ জন প্রতিমন্ত্রীও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেন।

পূর্বঘোষিত তালিকার বাইরে ফরিদপুরের এমপি চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ণমন্ত্রীদের সারিতে শেষমুহূর্তে আরেকটি চেয়ার যোগ করা হয়। তবে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত আবদুল মতিন চৌধুরী শপথ নেননি। তিনি অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

দুপুর আড়াইটার আগে থেকেই অতিথিরা দরবার হলে সমবেত হতে শুরু করেন। তিনটার মধ্যে নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা (অনেকেই সস্ত্রীক), এমপি, সাবেক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবর্গ, বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, বিশিষ্ট নাগরিকগণ ও উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও তিন বাহিনী প্রধানসহ সামরিক কর্মকর্তাদের আগমনে দরবার হলের আসনগুলো ভরে যায়। বেগম জিয়ার মা, বড় ছেলে তারেক, ভ্রাতৃবধূ [illegible] আসেন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই ঐতিহাসিক লগ্নে [illegible] রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, মইনুদ্দীন খান

(১১-এর পাতায় দেখুন)

দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

বাদল, আওয়ামী লীগের এমপি মিজানুর রহমান মানু ও মুসলিম লীগের কাজী কাদের ছাড়া আর অন্যকোন দলের নেতৃবৃন্দ বা এমপি উপস্থিত ছিলেন না। বিএনপি এমপি মহানগরী শাখার সভাপতি লেঃ জেঃ (অবঃ) মীর শওকত আলীকেও দেখা যায়নি।

এছাড়া আমানুল্লাহ আমান, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ ও অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

কয়েকটি দলের এমপিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, দাওয়াতের কোন চিঠি পাইনি। পত্রিকায় প্রাপ্ত দাওয়াতে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় না। তবে বিএনপিকে সমর্থনদানকারী জামাতের অনুপস্থিতি নিয়ে অনেকে আলোচনা করছিলেন।

তিনটা পাঁচ মিনিটের সময় সাদা জামদানী শাড়ী পরিহিতা বেগম জিয়া দরবার হলে প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানান। এর আগে রাষ্ট্রপতির অফিস কক্ষে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও বেগম জিয়া মতবিনিময় করেন। দু'মিনিট পর রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রবেশ করেন। তবে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি, যা অনেকের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকেছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব সিদ্দিকুর রহমান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। তর্জমার প্রথম বাক্য হচ্ছে —'যাহারা আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, তাহারা আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

তিনটা বারতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পাশে দাঁড়িয়ে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়া যখন শপথবাক্য উচ্চারণ করছিলেন, তখন ক্যামেরার অসংখ্য ক্লিক আর ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে শপথস্থল ভরে যায়। বেগম জিয়া নির্ভুল ও দৃঢ়কন্ঠে বলছিলেন---'সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব, আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব, এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব। এরপর তিনি গোপনতার শপথ গ্রহণ করেন। এ পর্ব শেষ হলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে নিয়োগপত্র ও ঘোষণাপত্রে সই করেন। দরবার হলে সবাই দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানান বেগম জিয়াকে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাকে অভিনন্দন জানান। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথ দেবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি ১৪ মিনিটে সমাপ্ত হয়। মন্ত্রীরা বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দু'ধারে লোকজন তাদেরকে স্বাগত জানান।

১৯৮২'র মার্চে এরশাদ সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে অবৈধভাবে বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। ১৯৯১'র মার্চে নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বিএনপি আবার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করল। বর্তমান সংবিধানের আওতায় বেগম জিয়া [illegible] প্রধানমন্ত্রী, যার নিয়োগের উৎসে [illegible]তির ইচ্ছা [illegible]ইতে জনগণের [illegible] তুলনামূলকভাবে বেশী সক্রিয় ছিলেন